B.A. Program Course
6th semester

Unit- II: Learning

2.1. Meaning and definition of learning.
2.2. Theories and Laws of learning.

Presented By

Md Nasiruddin Pandit

State Aided College Teacher (S.A.C.T.)

Department of Physical Education

Plassey College, Plassey, Nadia

Meaning of learning.

What is learning

শিখন কি ?

Learning বা শিখন :

শিখন একটি অবিরাম / জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা কিছু না কিছু শিখে থাকি। সাধারণভাবে শিখন বলতে বুঝায় আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন।

Definition of Learning শিক্ষণের সংজ্ঞা

Crider, Goethals, Solomon Ges Kavanaugh (1983) বলেন, ***"Learning can be defined as a relatively permanent change in immediate or potential behavior that results from experience",***

অর্থাৎ ***"শিখনকে অভিজ্ঞতার ফলে তাৎক্ষণিক বা সম্ভাবনাসূচক আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়"।***

Definition of Learning শিক্ষণের সংজ্ঞা Conti....

Morgan, King Weisz and Schopler (1986) *বলেন,* ***"Learning can be defined as any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience".***

অর্থাৎ "আচরণের যে কোন তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তনকে শিখন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা অনুশীলন বা অভ্যাসের ফলে সংঘটিত হয়"।

Theories of learning

Theories of learning (শিক্ষণের তত্ব বা মতবাদ)

a) সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ

b) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ

c) গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ

d) পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ মতবাদ

a) সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ

E.L.Thorndike *এবং* ***C.L.Halil*** *এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। তাদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করায় হল শিখন। বারবার প্রচেষ্টা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত হয় তাই এই মতবাদকে* ***সংযোজনবাদ বা Connetionism বা Bond Theory of Learning*** *বলা হয়।*

a) সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ

2. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ বা Conditioned Reflex Theory :

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ অনুসারে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উদ্দীপক বারবার একই সঙ্গে উপস্থাপিত হলে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বা কৃত্রিম উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে।

2. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ

নিরপেক্ষ উদ্দীপক

+

সাপেক্ষ উদ্দীপক

=

জিভে জল আসা

নিরপেক্ষ উদ্দীপক

+

=

জিভে জল আসা

3. গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ

‘গেস্টাল্ট’ শব্দের অর্থ হল প্যাটার্ন বা অবয়ব । ওয়ারদিমার, কফকা এবং কোহলার –এই তিনজন জার্মান মনোবিদের পরীক্ষার ফলে এই মতবাদ গড়ে ওঠে। গেস্টালটবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে খন্ড খন্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ না করে তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি ।

3. গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ .....

গেস্টালটবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া হল অন্তদৃষ্টির (Insight) সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরুপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা । এই অন্তদৃষ্টি কোনো রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়, নয় কোনো সহজাত ক্ষমতা , এ হল অভিজ্ঞতা লব্ধ ক্ষমতা ।

3. গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ

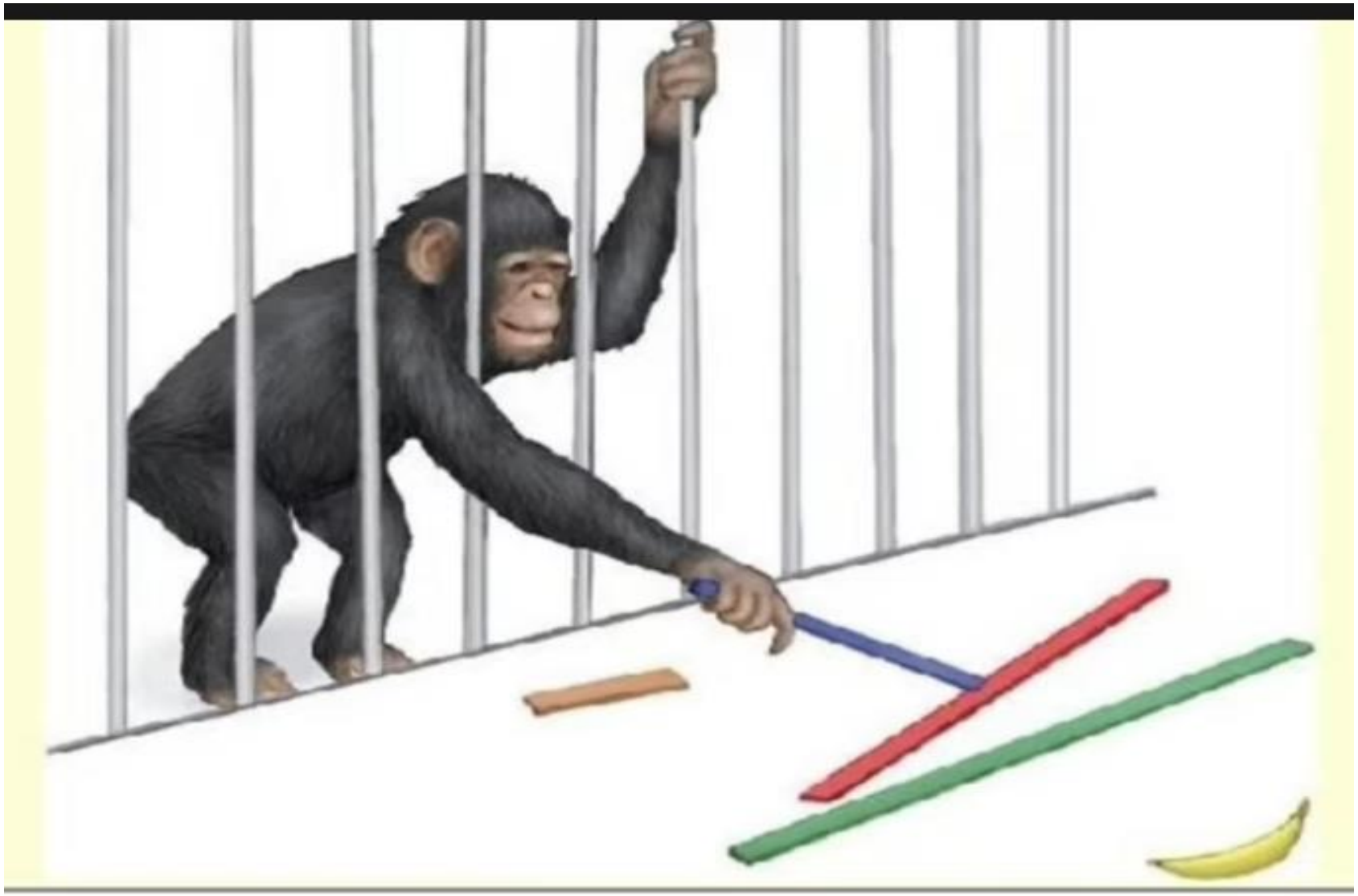

4. পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ মতবাদ

শিখনে পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত আলোকপাত করেন বাণ্ডুরা (1971,1986)। শিখনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক, শর্তগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখাযায় শিশুরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা অন্যদের অনুকরণ করতে শেখে। একেই পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ শিখন বলে।

Laws of Learning

Thorndike's laws of learning

শিখন কীভাবে হয় তা থর্নডাইক যে তিনটি মূখ্য নীতি বা সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন সেগুলি হল –

ক. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

খ. ফলাফলের সূত্র (Law of Effect)

গ. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

ক. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

থর্নডাইকের মতে শিখনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় শর্ত। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ কোন জিনিষ পাওয়ার আগ্রহ, অভাব বোধ বা তাড়না না থাকলে শিক্ষার্থী ঐ জিনিষ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শিখন হবে না। এক্ষেত্রে বিশেষ জিনিস বা উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার।

খ. ফলাফলের সূত্র (Law of Effect) :-

থর্ণডাইক বলেন, শিখন হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ (S-R Bond) দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয় যদি প্রাণির নিকট তা সন্তোষজনক হয়। বিপরীতে সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় সেক্ষেত্রে সংযোগ দুর্বল হবে। অর্থাৎ প্রাণি সে কাজটি বারবার করে যেটি করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়। শিক্ষক পুরস্কার বা সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। আবার শাস্তি বা ব্যর্থতার পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে অপসারণ করতে পারেন

গ. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) :-

অনুশীলন নীতির দ্বারা থর্ণর্ডাইক সংযোগ কীভাবে শক্তিশালী বা দুর্বল হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। অনুশীলন বেশি হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বেশি শক্তিশালী হবে। অন্যদিকে, অনুশীলনের অভাবে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দুর্বল হতে থাকে। অনুশীলন নীতি অনুযায়ী শিখন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে- (ক) প্রতিক্রিয়াটি (কাঙ্ক্ষিত শিখন) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং (খ) প্রতিক্রিয়াটি দীর্ঘদিন পরও বর্তমান থাকে বা স্থায়ী হয় ।

কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সুখকর বা সন্তোষজনক সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহলে সে সংযোগ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। কিন্তু উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপনের পুনরাবৃত্তির চর্চা যদি না হয়, তাহলে তাদের মধ্যেকার সংযোগ দূর্বল বা শিথিল হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে অনুশীলন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে শক্তিশালী করে। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো শিক্ষা লাভের পর লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা যদি কাজে লাগানো না হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ তা ভুলে যাবে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা দরকার ।

Thank you for listening me throughout the class